



# ব্রিক্স শীর্ষ সম্মেলনে “উদ্ভূত বিপণন ব্যবস্থা এবং বিকাশশীল দেশ” সম্পর্কে আয়োজিত এক আলোচনা-বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতি(৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭)

## আপনাদের সকলের সঙ্গে আজ এখানে মিলিত হতে পেরে আমি আনন্দিত

Posted On: 06 SEP 2017 11:24AM by PIB Kolkata

মাননীয় প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং, আমার শ্রদ্ধাভাজন ব্রিক্স সহকর্মীবৃন্দ, এবং

বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ,

আপনাদের সকলের সঙ্গে আজ এখানে মিলিত হতে পেরে আমি আনন্দিত। যে সমস্ত দেশের আজ আপনারা এখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা সকলেই ভারতের ঘনিষ্ঠ ও মূল্যবান বন্ধু-বান্ধব। নিরন্তর ও সুসংবদ্ধ উন্নয়নের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয়কে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি, তার বিভিন্ন প্রেক্ষিতে নিয়ে আমি আলোচনা করতে আগ্রহী। এ ধরনের আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে আমাদের সকলকে এখানে একত্রিত হওয়ার সুযোগদানের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং-কে।

মাননীয় নেতৃবৃন্দ,

রাষ্ট্রসংঘের ২০৩০-এর লক্ষ্য কর্মসূচি গ্রহণ এবং এর আওতায় ১৭টি নিরন্তর উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করার পর অতিক্রান্ত হয়েছে দুটি বছর। আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই সময়কালে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সমবেত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সদ্যসমাপ্ত জুলাই মাসে নিরন্তর উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি সম্পর্কে এক জাতীয় পর্যালোচনার কাজ ভারত সম্পূর্ণ করেছে। আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচির মূল মন্ত্র হল – “সব কা সাথ, সব কাবিশ্বকাম”, অর্থাৎ, সমবেত প্রচেষ্টা, অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশ। প্রত্যেকটি নিরন্তর উন্নয়নের লক্ষ্যকে আমাদের নিজস্ব উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্প অনুযায়ী আমরা স্থির করেছি রাজ্য তথা যুক্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। নিরন্তর উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাগুলি সম্পর্কে সংসদীয় আলোচনা ও বিতর্কেরও আয়োজন করা হয় আমাদের দেশের সংসদে। সুনির্দিষ্ট এক মেয়াদের মধ্যে এই লক্ষ্য পূরণের তাগিদে রূপায়িত হচ্ছে আমাদের এই কর্মসূচিগুলি। একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গিই এই প্রসঙ্গে তুলে ধরতে চাই। ব্যাকের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত মানুষের কাছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা যেমন সচেষ্ট হয়েছি, অন্যদিকে তেমনই ব্যবস্থা করেছি প্রত্যেকের জন্যই একটি করে বায়োমেট্রিক পরিচয়পত্রের। এছাড়াও, মোবাইল ফোনের সাহায্যে এক উদ্ভাবনী পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রত্যক্ষ সুফল হস্তান্তরের সুযোগ আমরা এই প্রথম পৌঁছে দিয়েছি দেশের ৩৬কোটি নাগরিকের কাছে।

মাননীয় নেতৃবৃন্দ,

দেশে আমরা যেভাবে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, সেই একই ধরনের প্রচেষ্টা এক বলিষ্ঠ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গড়ে উঠুক এটাই আমাদের লক্ষ্য। এ জন্য আমাদের পক্ষ থেকে যা কিছু করণীয় তা করার জন্য আমরা এখন প্রস্তুত। প্রতিবেশী বিকাশশীল দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতার এক সুদীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে ভারতের। উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের পাশাপাশি, এই সহযোগিতা আমরা অব্যাহত রেখেছি। প্রতিটি পদক্ষেপেই আমাদের সম্পদ ও অভিজ্ঞতা আমরা ভাগ করে নিয়েছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করে তোলা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের কল্যাণে উচ্চ প্রযুক্তির সাহায্যে সমাধানের রাস্তা খুঁজি বের করা –সর্বত্রই আমাদের নিজস্বের অভিজ্ঞতাকে আমরা ভাগ করে নিয়েছি অন্যের সঙ্গে। এ বছরের প্রথম দিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, যোগাযোগ এবং বিপর্যয় মোকাবিলায় ক্ষেত্রে আগ্রহী আঞ্চলিক সহযোগীদেশগুলির কল্যাণে আমরা উৎসাহিত করেছি দক্ষিণ এশীয় উপগ্রহ। ভারতীয় কারিগরি তথা অর্থনৈতিক সহযোগিতা হল ভারতের অন্যতম একটি প্রধান কর্মসূচিয়া অর্থশান্তিদায়ীও বেশি সময়কাল ধরে এশিয়া, আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান এবং প্রশান্ত মহাসাগরের ১৬১টি সহযোগী দেশের কাছে পৌঁছে দিয়েছে দক্ষতাবিকাশ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা। শুধুমাত্র আফ্রিকা থেকেই বিগত দশকটিতে ২৫ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী ভারতে প্রশিক্ষণ লাভ করেছে আইটিইসি বৃত্তির জন্য। ২০১৫-তে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ভারত-আফ্রিকা ফোরাম শীর্ষ বৈঠকে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই আইটিইসি বৃত্তির সংখ্যা দ্বিগুণ অর্থাৎ ৫০ হাজারে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি। ঐ শীর্ষ বৈঠকে যোগ দেয় আফ্রিকার ৫৪টি দেশ। আফ্রিকার ‘সোলার মামাজ’ প্রশিক্ষণ লাভ করে ভারতেই যা এখন আফ্রিকা মহাদেশের হাজার হাজার বাসস্থানে আলোর সুযোগ পৌঁছে দিচ্ছে। আফ্রিকার সঙ্গে আমাদের ক্রম প্রসারমান সহযোগিতার সম্পর্ক এতটাই নিবিড় যে এই প্রথম আফ্রিকার বাইরে আফ্রিকা উন্নয়ন ব্যাকের প্রথম বার্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল ভারতে। এ বছরের গোড়ার দিকে। পারম্পরিক অংশীদারিত্বের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত প্রকল্প আমরা বাস্তবায়িত করে চলেছি, তা বিশ্বের বহু দেশের মানুষের কাছেই পৌঁছে দিচ্ছে জল, বিদ্যুৎ, সড়ক, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, টেলি-মেডিসিন এবং প্রাথমিক পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা। আমাদের এই সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে কোনরকম গড় উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় নেই। আমাদের লক্ষ্য হল, আমাদের সহযোগী দেশগুলির চাহিদা ও অগ্রাধিকারগুলিকে ভিত্তি করে সহযোগিতা প্রসারের এক বিশেষ আদর্শকে বাস্তব রূপ দেওয়া।

মাননীয় নেতৃবৃন্দ,

যে দেশগুলি আজ এখানে প্রতিনিধিত্ব করছে, বিশ্বের মানবজাতির প্রায় অর্ধাংশেরই তা বসবাসভূমি। আমরা যা কিছুই করি না কেন, তা বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে সমগ্র বিশ্ব জগৎকে। সুতরাং, আমাদের মূল কর্তব্যই হল একটি একটু করে এক উন্নততর বিশ্ব গড়ে তোলা আমাদের এই ব্রিক্স প্রচেষ্টার মাধ্যমেই। পরবর্তী ১০ বছরকে এক সুবর্ণ দশকে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে ব্রিক্স যে এক বিশেষ চালিকা শক্তির ভূমিকা পালন করে চলেছে, গতকালই আমি একথার উল্লেখ করে ছিলাম আমার বক্তব্যের মধ্যে। আমাদের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, নীতি এবং ইতিবাচক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে ১০টি মহান প্রতিশ্রুতি পালনের প্রস্তাব আমি আপনাদের কাছে পেশ করছি :

- এক সুরক্ষিত বিশ্ব ব্যবস্থা সম্ভব করে তোলা। এজন্য প্রয়োজন সংগঠিতভাবে এবং সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে সন্ত্রাস মোকাবিলা, সাইবার নিরাপত্তা এবং বিপর্যয় মোকাবিলা- এই তিনটি বিষয়কে লক্ষ্য করে সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।
- এক সবুজ বিশ্ব পরিবেশ গঠন। এজন্য জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় আমাদের সমন্বিতভাবে সচেষ্ট হতে হবে। জোরদার করে তুলতে হবে আন্তর্জাতিক সৌর সমঝোতার মতো একটি কর্মসূচিকে।
- অধিকতর শক্তি ও ক্ষমতা সম্পন্ন এক বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলা। অর্থনীতির বিকাশ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কার্যকারিতার প্রসারের লক্ষ্যে যথাযথ প্রযুক্তি গ্রহণ এজন্য একান্ত প্রয়োজন।
- এক অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ব গড়ে তোলা। সাধারণ মানুষকে ব্যাঙ্ক ও আর্থিক ক্ষেত্র সহ অর্থনৈতিক মূল্যবোধে এজন্য সামিল করতে হবে।
- ডিজিটাল বিশ্ব গঠনের স্বপ্নকে সফল করে তোলা। আমাদের অর্থনীতির ভেতরে এবং বাইরে যে সমস্ত ব্যবস্থা এখনও ডিজিটাল প্রযুক্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত, সেগুলিকে প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে।
- আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রসার। কোটি কোটি যুবক-যুবতীকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপযোগী দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন।
- সুস্থ বিশ্ব গঠন। রোগ-ব্যাধি নির্মূলকরণ এবং সুভল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে এক সুস্থ বিশ্ব আমরা গড়ে তুলতে পারি।
- সমতার ভিত্তিতে বিশ্বকে নতুন করে রূপ দেওয়া। লিঙ্গের ক্ষেত্রে সমতারক্ষার পাশাপাশি সকলের জন্যই সমান সুযোগের ব্যবস্থা করা।
- পরস্পর সংযুক্ত এক বিশ্ব শৃঙ্খল। পণ্য ও পরিষেবার যোগান বৃদ্ধি এবং মানবসম্পদের বিনিময় সফরসূচির মাধ্যমে এই শৃঙ্খল গড়ে তোলার সম্ভব।
- বিশ্ব সম্প্রীতি। মতাদর্শ, বাবহারিক আচার-আচরণ এবং ঐতিহ্য – এই বিষয়গুলির ওপর এজন্য জোর দিতে হবে। কারণ, প্রকৃতির সঙ্গে শান্তি ও সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থানের মূলে রয়েছে এই বৈশিষ্ট্যগুলি।

আমাদের কার্যসূচির এই বিশেষ বিশেষ দিকগুলি অনুসরণ করে এবং সেইমতো আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে গেলে নিজের নিজের দেশের কল্যাণসাধন ছাড়াও বিশ্ব মানবতার কল্যাণেও প্রত্যক্ষভাবে আমরা অবদান সৃষ্টি করতে পারি। প্রতিটি দেশের জাতীয় প্রচেষ্টায় সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রসারের জন্য ভারত সর্বদাই প্রস্তুত সঙ্কল্পবদ্ধ এক অংশীদার হিসেবে। এই বিশেষ লক্ষ্যে এক যোগে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমি বিশেষভাবে আগ্রহী। ২০১৭-তে ব্রিক্স-এর চেয়ারম্যান পদ বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গেই অলঙ্কৃত করার জন্য আমি প্রশংসা করি প্রেসিডেন্ট জি-কে। জিয়ামেনের মতো একটি মনোরম শহরে তিনি যেভাবে আমাদের সদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন এবং আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেছেন, সেজন্যও আমি তাঁর বিশেষ প্রশংসা করি। আমি স্বাগত জানাই প্রেসিডেন্ট জুমাকে। আগামী বছর জোহানেসবার্গে শীর্ষ বৈঠকে ভারতের পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি আমি দিয়ে যাচ্ছি।

ধন্যবাদ।

PG/SKD/DM/ ...

# Background release reference

যে সমস্ত দেশের আজ আপনারা এখানে প্রতিনিধিত্ব করছেনতারা সকলেই ভারতের ঘনিষ্ঠ ও মূল্যবান বন্ধু-বান্ধব

